দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 2[illegible] SEP 1987
পৃষ্ঠা 1 কলাম 5

5

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এসব কি হচ্ছে?

পরীক্ষার ১২ দিন পর অসম্পূর্ণ উত্তর লিখতে গিয়ে ২ জন ছাত্র-ছাত্রী ধরা পড়েছে

॥ মোস্তাক আহম্মদ ॥

চট্টগ্রাম, ২৭ সেপ্টেম্বর।—চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার খাতা জালিয়াতির এক চাঞ্চল্যকর খবর পাওয়া গেছে। ব্যবস্থাপনা বিভাগের ২ জন ছাত্র-ছাত্রী অফিসের একটি কক্ষে বসে পরীক্ষার খাতায় অসম্পূর্ণ প্রশ্নোত্তর গোপনে লেখার সময় ছাত্রদের হাতে ধরা পড়লে এ জালিয়াতি ফাঁস হয়ে যায়। গত ২৪ সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে ঘটনা ধরা পড়ার পর বিশ্ববিদ্যালয় হল ও ক্যাম্পাসে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে।

এ খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্ট্রোলার কমার্স ফ্যাকাল্টির ডীন, প্রক্টর ও সহকারী প্রক্টরী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। শিক্ষকদের কাছে ছাত্ররা জালিয়াতির কথা স্বীকার করলে তাদের জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করা হয়।

জবানবন্দীতে উল্লেখ করা হয় যে, ব্যবস্থাপনা বিভাগের অফিস সহকারী শাহ আলমকে তারা ২ জনেই নগদ ২ হাজার টাকা করে অগ্রিম প্রদান করার পর এ সুযোগ লাভ করেছে।

প্রথম বর্ষ সম্মানের ছাত্র সাহেদ ও ছাত্রী মালা জবানবন্দীতে আরো জানায় যে:

শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

টাকা প্রদান করার পর পরই অপরাহ্ন ২টায় শাহ আলম খাতা ২টি এনে দেয় এবং অফিসের একটি কামরায় লিখতে দিয়ে বাইরে থেকে তালাবদ্ধ করে রাখে। খাতা লেখার সময় ২ জন ছাত্র-ছাত্রীই বাহিরের ছাত্রদের চাপা গুঞ্জন শুনতে পায় এবং পর মুহূর্তে তালা খোলার শব্দ শুনতে পেয়ে দোতলা থেকে নীচে লাফিয়ে পড়ে। সাথে সাথে ছাত্ররা ২ জনকেই ধরে ফেলে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা এ জালিয়াতি শুধু এ বিভাগেই নয়; বরং, অন্যান্য স্থানেও চলে আসছে বল সন্দেহ প্রকাশ করেছে। ১২ সেপ্টেম্বর পরীক্ষা শেষ হওয়ার ১২ দিন পর ২৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার খাতাগুলো অরক্ষিত থাকায় পুরো ব্যাপারটাই রহস্যজনক বলে সাধারণ ছাত্রদের অভিমত।

বিষয়টির জন্য একটি তদন্ত টীম গঠন করে রহস্যের ব্যাপকতা উদঘাটনের জন্যে ছাত্র-ছাত্রীরা কর্তৃপক্ষের নিকট দাবী জানিয়েছেন।